গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৪ নভেম্বর ২০২২ ও বেলা ১১.৩০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতি দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ বিগত ১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতির সবগুলি বাস্তবায়িত।

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-১৪ সহ অন্যান্য কো-লিড ও সহযোগী লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি বিষয়ে অক্টোবর/২২ মাসে কোন সভা আহবান করা হয়নি। তবে নতুন ফোকাল পয়েন্ট কমিটির সাথে আলোচনা করে শীঘ্রই সভা আহবান করা হবে।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/ যুগ্মসচিব (সকল)/ সকল সংস্থা প্রধান
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, 'হাওর অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন আলোকে ডিপিপি পুর্নগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, হাওড় ও বিলে আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য বিএফআরআই হতে 'কিশোরগঞ্জ জেলায় হাওড় মৎস্য গবেষণা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বিল মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্পের উপর গত ২৯.০৮.২০২১ তারিখে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুর্নগঠন কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন সাপেক্ষে হাওড় ও বিলের মাছের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ গবেষণাসহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম নিয়মিতভাবে বাস্তবায়ন	বিএফআরআই হাওরে Species Spreading নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই

		করা সম্ভব হবে।		
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর ২০২২ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ১,২২৬.১৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ৩৪৬.৩৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের অক্টোবর, ২০২১ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ১০৮৮.৬৫ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ১৫৪.৯১ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়। (খ) সম্প্রতি অধিক উৎপাদনশীল ভেনামী চিংড়ি ট্রায়াল বেসিসে চাষ শুরু হয়েছে। ভেনামী চিংড়ির উৎপাদন হার অনেক বেশি হওয়ায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহ কাঁচামালের অধিক যোগান পাবে বিধায় মৎস্য রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্যপণ্য রপ্তানির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ▪ কুয়েত এবং মালদ্বীপে মাংস রপ্তানি চলমান আছে। ▪ সৌদি আরবে মাংস রপ্তানি পুনরায় শুরু করতে নিম্মোক্ত কার্যক্রম চলমান আছে - ➢ জাতীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ নিয়ন্ত্রনে কর্মকৌশল নির্ধারণের কাজ চলমান আছে। ➢ ISO 9001:2015 ব্যবস্থাপনা সনদ ও ISO/IEC 17025:2017 এ্যাক্রিডিটেশন সনদ প্রাপ্ত Quality Control Laboratory (QC Lab.), সাভার, ঢাকা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ➢ Central Disease Investigation Laboratory (CDIL) ও Field Disease Investigation Laboratory (FDIL) সমূহ FMD সনাক্তকরণ ও Sero-surveillence সক্ষমতা অর্জন করেছে। ➢ 'গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ এবং পিপিআর রোগ নির্মূল' প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও ভোলা জেলাকে ক্ষুরারোগ মুক্ত এলাকা ঘোষণা করার লক্ষে প্রতি গবাদিপশুকে ০৮ ডোজ করে টিকা প্রদান করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ০৪ ডোজ করে ০১ কোটি ৩৭ লক্ষ মাত্রা টীকা প্রয়োগ করা হয়েছে। ➢ Epidemilogy Unit, DLS কর্তৃক BAHIS শীর্ষক web based software এর মাধ্যমে দেশব্যাপী Animal Disease Surveillance কার্যক্রমের আওতায় ঐসকল জেলায় টিকা প্রদান পরবর্তী ক্ষুরারোগ প্রাদুর্ভাবের প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এর কাজ চলমান আছে।	(ক) রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মৎস্য রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। (গ) জরুরি ভিত্তিতে Fish Conservation-এর বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা পরিদর্শনপূর্বক	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য এবং মাংসের গুণগতমান	অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য/ পরিকল্পনা/